বাংলার ঋতু বৈচিত্র্য : ক্লাস ৭-৮

(সিডি ১১/এনডি ৬এস)

পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি ঋতু পালাক্রমে একের পর এক এসে বাংলার প্রকৃতিকে ফুল, ফল, পাতায় সাজিয়ে দেয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলেই এই ঋতু পরিবর্তন ঘটে। এমন ঋতু বৈচিত্র্য কোন দেশে নেই। তাই কবি বলেছেন, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'।

বাংলা বছরের প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম। ***বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য*** এই দুই মাস নিয়ে গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের আর্বিভাবে বাংলার প্রকৃতিতে নামে দারুণ রুক্ষতা। সূর্যের তাপ প্রচন্ড হয়, নদীর জল শুকিয়ে যায়, খাল বিলও হয় জলশূন্য, মাঠ হয়ে যায় তৃণশূন্য। গ্রীষ্মের সেই তাপদগ্ধ দিনগুলি সমস্ত প্রাণী জগতেই যেন একটা বিরক্তির ভাব এনে দেয়। মানুষরা ঘর্মাক্ত দেহে রোজকার কাজ করে। দুপুরে পাখিরাও লুকিয়ে থাকে পাতার আড়ালে। সন্ধ্যায় যখন মদুমন্দ হাওয়া বইতে শুরু হয় তখন সকলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরে। প্রায় বিকালে দেখা দেয় কালবৈশাখী। তাপদগ্ধ পৃথিবীর বুকে সেই তো আনে বৃষ্টির ধারা। ফলের বাগানে দেখা দেয় আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের প্রাচুর্য।

গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। ***আষাঢ়-শ্রাবণ*** মাসকে বর্ষাকাল বলা হয়। এর কোন তুলনা নেই। গোটা আকাশ জুড়ে জলভরা কালো মেঘের ছুটোছুটি, ডাকাডাকি। ধূলিধূসর রুক্ষ মাটি ভিজে যায় এই বর্ষার জলে। মাটি ভেদ করে উঁকি দেয় নব তৃণাঙ্কুর। কদম, কামিনী, বেল, মল্লিকা, জুঁই, রজনীগন্ধার সৌন্দর্য ও সুগন্ধ তো এই বর্ষাকালেই। বর্ষার আগমনে কৃষকদের মুখে হাসি ফোটে। মাঠে মাঠে তারা ধান রোপনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নদীনালা, খাল বিল জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। শস্য সম্পদে বাংলাকে সমৃদ্ধ করবার জন্যই যেন বর্ষার আগমন। আবার অতিবর্ষণে ও প্লাবনে শস্যহানি ঘটায়, বাড়ি ঘর ধ্বংস করে, পশুপাখির প্রাণহানি হয়। অতিবর্ষায় পথঘাট কর্দমাক্ত ও দুর্গম হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে দেখা দেয় নানা রকম অসুখবিসুখ।

বর্ষা যায় আসে শরৎ। ***ভাদ্র-আশ্বিন*** দুই মাস শরৎকাল। এই সময় আকাশ থাকে মেঘমুক্ত। কখনও কখনও শুভ্র বলাকার মত সাদা মেঘের ভেলা ভেসে যায় আকাশ পথে। সোনালি মিঠে রোদে চারদিক ঝলমল করে। সাদা কাশফুল আর শিউলি ফুলে চারদিক ভরে যায়। দোয়েল, শ্যামার গানে বাতাস মুখরিত হয়। শরৎকালে বাংলার শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়।

শরতের পরে অল্প শীতের আমেজ নিয়ে আসে হেমন্ত। ***কার্তিক-অগ্রহায়ণ*** নিয়ে হেমন্ত ঋতু। চতুর্দিকে তখন শস্যের প্রাচুর্য। পাকা ফসল ঘরে তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে কৃষকসমাজ। নতুন অন্ন ঘরে আনার আনন্দকে মনে রাখার জন্যে 'নবান্ন' উৎসবের আয়োজন করা হয়। কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, কার্তিক পুজো হল হেমন্ত ঋতুর বড় আকর্ষণ।

হেমন্তের হাত ধরে আসে শীতকাল। ***পৌষ-মাঘ*** হল শীত ঋতু। গাছের পাতা এই সময় ঝরে যায়।

হিমের তীব্রতা বাড়তে থাকে ক্রমশ। শস্যশূন্য মাঠে তখন বিরাজ করে বিরাট শূন্যতা। এই ঋতুতে দেখা যায় রকমারি তরিতরকারি। এই সময়েই সবাই দূরে বা কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে যায়। এই মরশুমের বিশেষ আকর্ষণ পিঠেপুলি, পায়েস, নলেন গুড় আর নলেন গুড়ের সন্দেশ।

শীতের অবসানে বসন্তের আগমন। বসন্ত ঋতুরাজ। ***ফাল্গুন-চৈত্র*** এই দুই মাস হল বসন্তকাল। প্রকৃতিকে যেন জীবনদান করে বসন্ত। গাছে গাছে ফুল, পাতা ভরে যায়। কোকিলের কুহুতানে চতুর্দিক মুখরিত হয়। সরস্বতী পূজো আর দোলযাত্রার মধ্যে দিয়ে বসন্তোৎসবে মেতে ওঠে বাংলার মানুষ। অন্যদিকে শেষ বসন্ত বা চৈত্রের দিনগুলোতে মহামারী বসন্ত (চিকেন পক্স্) তার রুদ্ররূপ নিয়ে মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

বাংলার ছটি ঋতু এতই স্পষ্ট যে কোন ঋতুকে চিনে নিতে কারও কষ্ট হয় না। এই ছটি ঋতুর প্রভাব পড়ে মানুষের মনে, তাদের সাংসারিক জীবনে, লেখাপড়ায়, কাব্যে, সাহিত্যে, উৎসব অনুষ্ঠানে।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪